সাম্প্রতিক ঘটনাবলি

রামপালে আরো একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পরিকল্পনা

দেশের ভেতরে প্রবল জনমত, দেশি-বিদেশি বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ, ব্যক্তি ও সংগঠনের আপত্তি সত্ত্বেও সুন্দরবনের পাশে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ উদ্যোগের রামপাল কয়লাভিত্তিক তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে সরে আসছে না সরকার। উল্টো একই স্থানে ১৩২০ মেগাওয়াটের আরো একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছে। নতুন করে পরিবেশ সমীক্ষা বা ইআইএ ছাড়াই রামপালে দ্বিতীয় এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য মাটি ভরাটসহ অবকাঠামো উন্নয়নের কাজে গত ২৫ আগস্ট একনেকে ৪৯২ কোটি টাকা বরাদ্দও করা হয়েছে। অর্থাৎ আগের ১৩২০ মেগাওয়াটের রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও ৬৩০ মেগাওয়াটের ওরিয়ন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাথে ১৩২০ মেগাওয়াটের আরো একটি– মোট ৩২৭০ মেগাওয়াটের কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মারাত্মক দূষণের মহাবিপদ এখন সুন্দরবনের ঘাড়ের ওপর!

আসলে রামপালে ১৩২০ মেগাওয়াটের দুটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র করার পরিকল্পনা শুরু থেকেই ছিল বলে ৯০০ একর জমির বদলে ১৮০০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু সুন্দরবনের সম্ভাব্য ক্ষতি কমিয়ে দেখানোর জন্য পরিবেশ সমীক্ষা বা ইআইএ করা হয়েছিল মাত্র ১৩২০ মেগাওয়াটের। এ বিষয়টি লক্ষ করেই ২০১৩ সালে বিদ্যুৎ ভবনে পিডিবি আয়োজিত নিয়মরক্ষার গণশুনানিতে তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির পক্ষ থেকে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল : *"দ্বিতীয় পর্যায়ে আরো ১৩২০ মেগাওয়াট যুক্ত হবে। ১৩২০ মেগাওয়াটে যে দূষণ হবে, দ্বিতীয় পর্যায় শেষে ২৬৪০ মেগাওয়াটে কি একই দূষণ হবে? বর্তমান সমীক্ষাটি ২৬৪০ মেগাওয়াট ধরে করা হলো না কেন?"*

পিডিবির পক্ষ থেকে তখন লিখিতভাবে জানানো হয়েছিল, *"দ্বিতীয় পর্যায়ে অপর ইউনিট স্থাপনের পূর্বে নতুনভাবে আইইইও ইআইএ প্রণয়ন করা হবে। সে প্রতিবেদন অনুযায়ী নতুন ইউনিট সংযোজন বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে।"*

কিন্তু দেখা গেল, ১৩২০ মেগাওয়াটের নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য কোনো পরিবেশ সমীক্ষা না করেই সরকার একনেকে প্রকল্পের অনুমোদন ও অর্থ বরাদ্দ দিয়ে দিল। পরবর্তীতে হয়তো নিয়মরক্ষার ইআইএ করে বলা হবে, কোনো ক্ষতি হবে না! অথচ শুধু দ্বিতীয় বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্যই নয়, রামপালে পরিকল্পিত প্রথম বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিদ্যারবাহন এলাকায় বেসরকারি ওরিয়ন গ্রুপের ৬৩০ মেগাওয়াটের কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ গোটা এলাকায় আরো যেসব দূষণকারী শিল্পের পরিকল্পনা করা হচ্ছে, সুন্দরবনের ওপর তার সবগুলোর সম্মিলিত প্রভাব কী পড়বে, তা নির্ণয়ের জন্য সমন্বিত পরিবেশ সমীক্ষা (কিউমিলিটিভ ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট) করা জরুরি ছিল। এই সমন্বিত পরিবেশ সমীক্ষা ছাড়া সুন্দরবনের পাশে কোনো ধরনের দূষণকারী প্রকল্পই গ্রহণযোগ্য নয়। ❑

সাউথ এশিয়ানস ফর হিউম্যান রাইটস: রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থগিতের দাবি

দক্ষিণ এশিয়ার মানবাধিকার কর্মীদের সমন্বয়ে গঠিত সাউথ এশিয়ানস ফর হিউম্যান রাইটস (SAHR) গত ৫-১১ এপ্রিল ২০১৫ সুন্দরবনের পাশে রামপালে বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশীপ পাওয়ার কোম্পানি কর্তৃক কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপন প্রসঙ্গে একটি তথ্যানুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করে। তথ্যানুসন্ধানের উদ্দেশ্য ছিল- স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন ধারণের ক্ষেত্রে উক্ত বিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রভাব, স্থানীয় বাস্তুসংস্থানের অবস্থা, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট আইনগত কাঠামো পরীক্ষা, প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ প্রকল্প সুন্দরবন সম্পর্কিত কোন আইন নীতিমালা এবং নির্দেশনাবলী লঙ্ঘন করছে কিনা তা যাচাই। মিশনের সদস্যবৃন্দ বিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন এবং মূল স্টেকহোল্ডার যেমন ক্ষতিগ্রস্থ গ্রামবাসী, পরিবেশবিদ, আইনজীবি, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মী এবং নাগরিক সমাজের বিভিন্ন সদস্যদের সাথেও দেখা করেন। তাছাড়া জ্বালানি উপদেষ্টা, সরকারি কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ কোম্পানির পরিচালক ও পরিবেশ বিভাগের পরিচালকের সাথে কথা বলেন।

অনুসন্ধান প্রকৃয়া শেষে মিশনের উল্লেখযোগ্য অনুধাবন হচ্ছে:

* ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়নি। মংলাবন্দর থেকে রামপাল নদী এলাকা আইনগত ও আইন বহির্ভূত অধিগ্রহণ ছাড়াও দ্রুতগতির শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার অভিঘাতগ্রস্ত হয়েছে।

* সরকারি মালিকানাধীন সংস্থাকর্তৃক পরিচালিত বর্তমান পরিবেশগত প্রভাব নির্ধারণ প্রক্রিয়া(ইআইএ) ত্রুটিপূর্ণ এবং এই প্রক্রিয়ায় বাতাস, পানি, মাটি, জীব বৈচিত্র ইত্যাদি সম্পর্কিত প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সঠিক স্থান এবং প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়নি। অধিকিন্তু কোন দেশ থেকে কয়লা আমদানী হবে তা উল্লেখ না থাকায় এবং কয়লা দ্বারা সৃষ্ঠ ক্ষতির পরিমাণ ইআইএ দ্বারা নির্ধারণ না হওয়ায় এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ত্রুটিপূর্ণ থেকে যাচ্ছে।

* আনুমানিক, প্রাকৃতিক খালসহ ৪০০ একর ভূমি প্রায় ২০ ফুট পর্যন্ত ভরাট হয়ে যাবে যাতে পশুর ও মাইদারা নদীর বাস্তুসংস্থান প্রক্রিয়ার অবনতি ঘটবে।

* পশুর নদীর তীরে অবস্থিত এবং মাইদারা নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ প্রকল্প ধাংমারিস্থ ডলফিন অভয়ারণ্য থেকে মাত্র ৮ কিমি দূরে এবং পশুর নদীতে ৬ ঘন্টা নৌকা ভ্রমণের দ্বারা তথ্যানুসন্ধান চলাকালীন সময়ে মিশন সদস্যরা কোন ডলফিন দেখতে পাননি যা খুবই উদ্বেগের বিষয়।

* স্থানীয় লোকজন ও কর্মীরা অনবরত এ উন্নয়ণ প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে আসছে এবং বিভিন্নভাবে প্রভাবশালী অংশের হুমকি, ভয়-ভীতি সহ মিথ্যা মামলার শিকার হচ্ছে।

এছাড়াও মিশন প্রতিনিধিবৃন্দেরও উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ প্রকল্প স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি ছাড়াও খাবার ও পানির সংকট, জীবন যাপনে ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ, গাছপালা ও প্রাণীদের আবাস্থলের ক্ষতি করবে। প্রকল্পের অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ নিষ্কাশন এলাকাসমূহে পানির ভারসাম্য মারাত্নকভাবে পরিবর্তন, পারিপার্শ্বিক এলাকাসমূহে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি বৃদ্ধি এবং চরম আবহাওয়াজনিত কারণে ক্ষতিসাধন করবে। নদী ও সামুদ্রিক এলাকায় মাত্রাতিরিক্ত খনন এবং পানিতে অনবরত বর্জ্য নিষ্কাশন জলজ জীব বৈচিত্র্যেও জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এবং পশুর নদীতে ডলফিনসহ অন্যান্য জীবের জীবনধারন বিপন্ন করে তুলবে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় কয়লা ও অন্যান্য উপাদান পরিবহনের জন্য প্রতিবছর ৪০০ টিরও বেশি জাহাজ চলাচলে কয়লা ও তেল নিষ্কাশন, ব্যালষ্ট মুক্ত করনে নদীর পানি, বাতাস ও শব্দদূষণ ঘটবে।

সাউথ এশিয়ানস ফর হিউম্যান রাইটস পরিশেষে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি- একটি ব্যাপক ও বিজ্ঞান নির্ভর পরিবেশগত প্রভাব

মূল্যায়ন প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত সব ধরনের নির্মাণমূলক এবং প্রকল্প কার্যাবলী স্থগিত রাখার আহবান জানায়। সেই সাথে ভারত সরকারের প্রতি আহবান জানায় যেন এ প্রকল্পে ভারতের পরিবেশগত সকল মানদন্ড অনুসরণের পাশাপাশি মানুষের সব ধরনের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক অধিকারের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা নিশ্চিত করা হয়। ❑

সুন্দরবন রক্ষার কর্মসূচিতে উপর্যুপরি হামলার নিন্দা

সুন্দরবন রক্ষায় গণতান্ত্রিক বামমোর্চার রোডমার্চে একটানা দুইদিন মানিকগঞ্জ, মাগুড়া, ঝিনাইদহ, যশোরে উপর্যুপরি পুলিশী হামলা এবং পুরো অংশগ্রহণকারীদের অবরোধ করে রাখার তীব্রনিন্দা জানিয়েছেন তেল-গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক প্রকৌশলী শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এবং সদস্য সচিব অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, জাতীয় কমিটির কয়েকটি শরিক সংগঠন নিয়ে গঠিত গণতান্ত্রিক বামমোর্চা 'সুন্দরবন রক্ষায় রামপালে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিলের দাবিতে' ১৬ অক্টোবর সকালে জাতীয় প্রেসক্লাব থেকে রোর্ডমার্চ এর যাত্রা শুরু করে। রোডমার্চ মানিকগঞ্জে পৌছালে পুলিশী হামলায় গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, সাইফুল হক সহ ১৫ জন নেতা-কর্মী আহত হন। ১৭ অক্টোবর রোডমার্চের ৫ শতাধিক নেতাকর্মী মাগুড়ায় পৌছালে আবারও তাদের ওপর পুলিশ হামলা করে। এবং এরপর থেকে পুলিশ কার্যত মোর্চার সকল অংশগ্রহণকারীকে বাসে আটকে রেখে তাদের কর্তৃত্বে চলতে বাধ্য করে। এরপর ঝিনাইদহে রোডমার্চের নির্ধারিত কর্মসূচি পালন করতে না দিয়ে যশোরে নিয়ে যায়। পরে যশোরেও বাস থেকে নামতে বাধা দিয়ে পুলিশ বহর তাদেরকে খুলনার দিকে যেতে বাধ্য করে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং পারিবেশবাদী সংগঠনসহ বিভিন্ন মহল থেকে যখন রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিলের দাবি জানানো হচ্ছে তখন সুন্দরবন রক্ষার রোডমার্চে এরকম উপর্যুপরি পুলিশী হামলা, মিছিল ও সমাবেশে একের পর এক বাধাদান এবং সকল শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি ভন্ডুল করে সরকার প্রমাণ করছে যে, বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবন ধ্বংসে সরকার কতটা দায়বদ্ধ এবং জনমতের ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত। পুলিশি হামলা, নির্যাতন করে দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করা যায় না। জাতীয় কমিটি এই স্বৈরাচারী হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায় এবং সুন্দরবন রক্ষার আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য সকল গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান রাখে। সর্বস্তরে এই আন্দোলন ছড়িয়ে জাতীয় জাগরণ তৈরির মাধ্যমেই সুন্দরবনকে লুটেরাদের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। ❑

২৬ আগস্ট ফুলবাড়ী দিবস পালিত

২৬ আগস্ট ফুলবাড়ী গণ-অভ্যুত্থানের নবম বছর পূর্তি হয়েছে। ২০০৬ সালে লাখো মানুষের শান্তিপূর্ণ সমাবেশে সরকারি বাহিনীর মাধ্যমে হামলা-ত্রাস চালিয়ে, গুলি করে মানুষ হত্যা করেও টিকতে পারেনি ব্রিটিশ-অস্ট্রেলীয়-মার্কিন কোম্পানি এশিয়া এনার্জি। গণ-অভ্যুত্থানের মুখে গভীর রাতে কোম্পানির সকল কর্মকর্তা ফুলবাড়ী ছেড়ে পালিয়েছিল তখন। এই কোম্পানি দেশের আবাদি জমি, পানি ও মানুষের সর্বনাশ করে শতকরা মাত্র ৬ ভাগ রয়ালটি দিয়ে দেশের কয়লা বিদেশে পাচার করতে চেয়েছিল। ২৬ আগস্ট তার প্রতিবাদে আহূত শান্তিপূর্ণ সমাবেশে সরকারি বাহিনীর পাইকারি গুলিবর্ষণে শহীদ হন ৩ জন, গুলিবিদ্ধ হন ২০ জন, আহত হন দুই শতাধিক। ৩০ আগস্ট 'ফুলবাড়ী চুক্তি' স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে জনগণের বিজয় সূচিত হয়।

প্রতিবছরের মতো এবারও ঢাকাসহ সারাদেশে পালিত হয়েছে ফুলবাড়ী দিবস। কেন্দ্রীয় কর্মসূচি পালিত হয় দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে। সেখানে সকাল থেকেই এলাকা, শ্রেণি-পেশা-সংগঠনভেদে খণ্ড খণ্ড মিছিল শুরু হয়, যা জাতীয় কমিটি আহূত কেন্দ্রীয় কর্মসূচিতে গিয়ে শেষ হয়। কালো ব্যাজ ধারণ করে কেন্দ্রীয় মিছিল শুরু হয় সকাল ১০টায়। শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের জন্য ফুলবাড়ীতে ২৬ আগস্ট ভোর থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সকল দোকান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, স্কুল-কলেজ বন্ধ ছিল। জাতীয় কমিটি, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, কৃষক-ক্ষেতমজুর-রিকশাভ্যানচালক-শ্রমিক-নির্মাণ শ্রমিক-দোকান কর্মচারী, পেশাজীবী, নারী, ছাত্রছাত্রী, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন মিছিল ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে। শহীদ মিনারে ফুল দিয়ে একালের শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান জানিয়ে মিছিল শেষ হয়। এরপর সমাবেশে বক্তারা ফুলবাড়ী চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নের দাবি তুলে ২০০৬ সালের ৫ সেপ্টেম্বর তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেতা ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর হুঁশিয়ারির কথা স্মরণ করিয়ে দেন। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৬ সালের ৫ সেপ্টেম্বর ফুলবাড়ীর মানুষের আন্দোলনের প্রতি সমর্থণ জানিয়ে তৎকালীন বিএনপি জোটকে হুঁশিয়ার করে বলেছিলেন, ফুলবাড়ীবাসীর ছয় দফা চুক্তির বাস্তবায়ন না করলে তার ফলাফল হবে ভয়াবহ।

সমাবেশে জাতীয় কমিটির পক্ষ থেকে আগামী এক বছরজুড়ে 'ফুলবাড়ী গণ-অভ্যুত্থানের এক দশক' শিরোনামে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়ার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। এছাড়া ফুলবাড়ী নেতৃবৃন্দের নামে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, বড়পুকুরিয়া উন্মুক্ত খনির চক্রান্ত বন্ধ, ক্ষতিপূরণ আদায় করে এশিয়া এনার্জির বহিষ্কারসহ ফুলবাড়ী চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য ধারাবাহিক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। ফুলবাড়ী দিবসের সকল কর্মসূচিতে সুন্দরবনধ্বংসী রামপাল ও ওরিয়ন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প অবিলম্বে বন্ধ করে জাতীয় কমিটির সাত দফা বাস্তবায়ন করার দাবি জানানো হয়। ❑

দায়মুক্তির বিধান রেখে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বিল পাস!

পারমাণবিক বিদ্যুৎ কোম্পানি ও তার কর্মকর্তা/পরিচালকদের সম্ভাব্য সকল ক্ষতি ও ব্যয়ের জন্য দায়মুক্তি দিয়ে গত ৮ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদে 'পারমাণবিক বিদ্যুৎ বিল ২০১৫' পাস করা হয়েছে। বিলের উদ্দেশ্য ও কারণ সংবলিত বিবৃতিতে আন্তর্জাতিক পারমাণবিক সংস্থার গাইডলাইন এবং বিভিন্ন দেশের নিয়ম অনুযায়ী স্বতন্ত্র একটি আইনের অধীনে কোম্পানি গঠন করে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র পরিচালনার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হলেও বাস্তবে এই

বিলটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের সম্ভাব্য দুর্ঘটনা ও দুর্নীতির দায়মুক্তির বিল ছাড়া আর কিছুই নয়।

বিলটির ২৬তম ধারার শিরোনাম 'চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রকল্প পরিচালক ও অন্যান্য পরিচালকের দায়মুক্তি'। এ ধারায় বলা হয়েছে–

১. *"কোম্পানী কর্তৃক, বা ইহার চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রকল্প পরিচালক বা অন্য কোন পরিচালক কর্তৃক সরল বিশ্বাসে তাহার কর্তব্য পালনকালীন কৃত সকল ক্ষতি এবং ব্যয়ের জন্য চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রকল্প পরিচালক ও অন্যান্য পরিচালকগণ কোম্পানী, বা ক্ষেত্রমত, সরকার কর্তৃক দায়মুক্তি পাইবে, যদি না উক্ত ক্ষতি বা ব্যয় তাহাদের ইচ্ছাকৃত কার্য বা অবহেলার কারণে সংঘটিত হইয়া থাকে।"*

২. *"চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রকল্প পরিচালক এবং/বা অন্য কোন পরিচালক ব্যক্তিগতভাবে, কোম্পানী এবং/বা প্রকল্পের অধীন কর্মরত অন্য কোন পরিচালক বা কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক কৃত কোন কার্যের ফলে কোম্পানী এবং/বা প্রকল্পের পক্ষে গৃহীত কোন সম্পত্তি বা অর্জিত জামানতের অপর্যাপ্ততা বা স্বল্পতার কারণে কোম্পানী এবং/বা প্রকল্প বা অন্য কারো কোন ক্ষতি বা ব্যয়ের জন্য দায়ী থাকিবেন না।"*

'সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম রক্ষণ' শিরোনামে ২৮তম ধারায় বলা হয়েছে–

"এই অধ্যাদেশ জারীর পূর্বে বা পরবর্তী সময়ে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ ও পরিচালনার বিষয়ে সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজকর্মের জন্য সরকার, চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রকল্প পরিচালক, অন্য কোন পরিচালক, পরামর্শক, উপদেষ্টা, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।"

পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাংলাদেশের জন্য এমনিতেই ভয়ংকর ঝুঁকিপূর্ণ। তার ওপর যদি এভাবে 'সরল বিশ্বাসের' ওপরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিরাপত্তার ভার ছেড়ে দেওয়া হয়, সকল দুর্ঘটনা ও আর্থিক দুর্নীতির দায়মুক্তির ব্যবস্থা রেখে দেওয়া হয়, তাহলে দুর্ঘটনা ও দুর্নীতি অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে। ❑

শিশু নির্যাতন

শিশু নির্যাতনের মতো ঘটনা আমাদের সমাজে নতুন না হলেও গত জুলাই মাসে সিলেটে ১৩ বছর বয়সী শিশু সামিউল আলম রাজনকে পিটিয়ে হত্যার দৃশ্য ভিডিও করে খুনিরা ফেসবুকে ছেড়ে দিলে ব্যাপারটি নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রে চলে আসে। ভিডিওটিতে রাজনকে নির্মমভাবে পেটানোর পর খুঁটির সাথে বেঁধে হাত-পা মুচড়ে দিতে দেখা যায়। এর পরের মাসেই খুলনায় ১২ বছর বয়সী শিশু রাকিবকে মলদ্বার দিয়ে কমপ্রেসার মেশিনের হাওয়া ঢুকিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। একই মাসে সাতক্ষীরা জজকোর্টের দেবহাটা আদালতের বিচারিক হাকিম নুরুল ইসলামের বাসা থেকে উদ্ধার করা হয় শরীরে নির্মম নির্যাতনের সাক্ষ্য বহনকারী ১০ বছর বয়সী শিশু বীথিকে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আলোড়ন তোলা এসব ঘটনার তালিকায় এরপর যুক্ত হয় বাংলাদেশ জাতীয় দলের ক্রিকেটার শাহাদাত হোসেন এবং তাঁর স্ত্রী কর্তৃক ১১ বছর বয়সী গৃহকর্মী মাহফুজা আক্তার হ্যাপির ওপর করা নিষ্ঠুর নির্যাতনের ঘটনাটি।

আড়াইশ'র বেশি মানবাধিকার সংগঠনের জোট শিশু অধিকার ফোরামের হিসাব অনুযায়ী, জানুয়ারী থেকে জুলাই পর্যন্ত সারা দেশে কেবল শিশু ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ২৮০টি এবং গত সাড়ে তিন বছরে ৭৭৭ জন শিশু নির্যাতনের ফলে মারা গেছে। ২০১৪ সালে এই সংখ্যা ছিল ৩৫০, ২০১৩ সালে ২১৮ ও ২০১২ সালে ২০৯। তবে ঘটনার ভয়াবহতা পরিসংখ্যানের মাঝেই আটকে নেই। অধিকাংশ ঘটনা তালিকাভুক্ত করা সম্ভব হয় না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভয় কিংবা লজ্জায় ভুক্তভোগী এই নিপীড়ন সহ্য করে চলে এবং অভিভাবকরা ঘটনা প্রকাশে সমাজের কাছে হেয় হবার শঙ্কায় এসব ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকেন। প্রায় ক্ষেত্রেই অভিযুক্তরা এসব ঘটনা প্রভাব খাটিয়ে কিংবা লোকদেখানো সালিসি বৈঠকেই মিটমাট করে ফেলতে সমর্থ হয়। অন্যদিকে অনেক শিশু এবং অভিভাবক পর্যন্ত জানেন না যে এসব ঘটনার প্রতিকারে কোথায় অভিযোগ জানাতে হয়। এ কারণেই বাংলাদেশের পথবাসী, শ্রমজীবী এবং দরিদ্র শিশুরা প্রতিনিয়ত নানা মাত্রায় নির্যাতিত হয়ে এলেও পরিসংখ্যানে এই সংখ্যা প্রায় অনুপস্থিত।

বাসাবাড়ী থেকে শুরু করে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, হোস্টেল, কর্মস্থল, রাস্তাঘাটসহ সব জায়গাতেই শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে। নির্যাতনকারীরা কখনো বা নিকট আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী কিংবা শিক্ষক আবার কখনো সম্পূর্ণ অচেনা কেউ। এ ধরনের ঘটনায় শিশুর মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এর ফলে শিশুরা হীনম্মন্যতা, কষ্ট, মনোবেদনা, ভীতুস্বভাব, তীব্র ক্রোধ বা বিপরীত লিঙ্গের প্রতি বিদ্বেষ কিংবা ভয় পোষণ করতে শুরু করে।

নারায়ণগঞ্জে ২০১৩ সালের নৃশংসভাবে খুন হওয়া তানভীর মোহাম্মদ তুকী হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে খুনিদের প্রশ্রয়দান, রাজন হত্যাকাণ্ডের পর প্রথমে মামলা না নিতে চাওয়া এবং পরে পুলিশের সাথে ঘুষের লেনদেনের বিনিময়ে প্রধান আসামি কামরুল ইসলামের সৌদি আরবে পালিয়ে যাওয়ার মতো ঘটনাগুলো নিশ্চিতভাবেই শিশু নির্যাতনের ঘটনায় দায়িত্বশীল মহলের নির্লিপ্ততার পরিচয় বহন করে। এ কারণে অনেকেই মনে করছেন, চলমান বিচারহীনতার সংস্কৃতিই শিশু নির্যাতনের ঘটনা বেড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ। অথচ দেশের প্রতিটি জেলায় একটি করে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল রয়েছে এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন সংশোধিত আইন ২০১৩ অনুযায়ী ট্রাইব্যুনালে ১৮০ দিনের মধ্যে বিচারকাজ সম্পন্ন করার কথা বলা হয়েছে এবং দণ্ডিত ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ শাস্তি দেওয়ার বিধান পর্যন্ত জারি করা আছে। ***-মওদুদ রহমান*** ❑

টাঙ্গাইলে বিচারের দাবিতে জনতার মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণ

টাঙ্গাইলের কালিহাতীতে মা ও ছেলেকে যৌন নির্যাতন চালানোর ঘটনা ঘটে গত ১৫ সেপ্টেম্বর। এ ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত একই গ্রামের বাসিন্দা রফিকুল ইসলাম ওরফে রোমা ও তাঁর ভগ্নিপতি হাফিজুর রহমান। রফিকুল ইসলাম রোমার বড় ভাই পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম মঞ্জুর বাড়িতে ভাড়াটিয়া হিসেবে থাকতেন কালিহাতী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. শহিদুল ইসলাম। আর এ কারণেই ওসির ওপর প্রভাব খাটিয়ে

শফিকুল ইসলাম মঞ্জু যৌন নির্যাতনের ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন। এই অবস্থায় অভিযুক্তদের যথাযথ বিচারের দাবিতে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী বিক্ষোভ মিছিল বের করে। ১৮ সেপ্টেম্বর বিকেল ৪টার দিকে তারা কালিহাতী ও পাশের ঘাটাইল উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে কালিহাতী বাসস্ট্যান্ডে জড়ো হতে থাকে। বিকেল ৫টার দিকে তারা টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করলে পুলিশ বাধা দেয়। তখন বিক্ষোভকারীদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে তারা মিছিল করে অগ্রসর হবার চেষ্টা করলে পুলিশ আবারও বাধা দেয়, লাঠিচার্জ করে, টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে এবং সেই সাথে গুলি চালায়। জনতার ওপর পুলিশের এই হামলায় ঘটনাস্থলেই নিহত হন তিনজন, পরবর্তীতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান আরো একজন। এ ছাড়াও আহত হন অন্তত ৫০ জন।

এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনার পর জনতার প্রতিবাদের মুখে কালিহাতী ও ঘাটাইল থানার সাতজন পুলিশকে প্রত্যাহার করে টাঙ্গাইল পুলিশ লাইনে ক্লোজ করা হয়েছে এবং কালিহাতী থানার ওসি শহিদুল ইসলাম ও ঘাটাইল থানার ওসি মোখলেসুর রহমানকে ঢাকা রেঞ্জ অফিসে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে এ ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে তাদের কাজে বাধা প্রদান, ভাঙচুর ও হত্যার অভিযোগ এনে দুটি মামলা দায়ের করেছে, যেখানে পুলিশের গুলিতে হত্যার ঘটনায় উল্টো আট শতাধিক অজ্ঞাত গ্রামবাসীকেই আসামি করা হয়েছে। ❑

মোদির বাজারমুখী সংস্কারের প্রতিবাদে কোটি কোটি ভারতীয় শ্রমিক-কর্মচারীর ধর্মঘট

ভারতের ক্ষমতাসীন দল ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সামাজিকভাবে পশ্চাৎপদ বাজারমুখী সংস্কারনীতির প্রতিবাদে গত ২ সেপ্টেম্বর ১০টি ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের ডাকা এক ধর্মঘটে ভারতজুড়ে কোটি কোটি শ্রমিক যোগ দেয়। এই সংস্কারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল কারখানা বন্ধ ও ছাঁটাই করার কাজটিকে সহজতর করে তোলার জন্য শ্রম আইনের পরিবর্তন করা, কৃষকদের ক্ষতি করে বড় বড় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানকে বিশাল আকারে ভূমির সুবিধা দেওয়ার জন্য একটি ভূমি অধিগ্রহণ বিল এবং উত্তরোত্তর বেসরকারীকরণ আর ভর্তুকি ও সামাজিক ব্যয় হ্রাস করা। ইউনিয়নগুলোর হিসাব অনুযায়ী সাম্প্রতিককালের এই বৃহত্তম ধর্মঘটটিতে অংশ নেয় ১৫ কোটিরও বেশি শ্রমিক-কর্মচারী। সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রের কর্মজীবীরা সেদিন কাজ বন্ধ রাখে, যাদের মধ্যে রয়েছে ব্যাংক, বীমা, ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিদ্যুৎ, বন্দর, কয়লা, ইস্পাত ও পাট শিল্প, নির্মাণ ও পরিবহন খাতের কর্মচারীরা। ট্যাক্সিক্যাব ও অটোরিকশা চালকরা দরিদ্র কৃষক ও খামারিদের সাথে যোগ দিয়েছিল। এতে নয়াদিল্লি, কলকাতা, মুম্বাই ও বেঙ্গালুরুর ব্যাংক, বীমা ও সড়ক পরিবহন বিঘ্নিত হয়।

উত্তরাংশের হরিয়ানা, পাঞ্জাব ও চান্দিনগর, হিমাচল প্রদেশ ও আরো কিছু রাজ্যের গণপরিবহন বন্ধ থাকে। গুরগাঁও-মানেসার শিল্পাঞ্চলসহ অসংখ্য শিল্প-কারখানা থেকে শ্রমিকরা এই ধর্মঘটে অংশ নেয়। এদিকে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস পুলিশ ও তাদের নিজস্ব সন্ত্রাসী বাহিনী দিয়ে এই ধর্মঘট প্রতিহত করার চেষ্টা করে। তারা প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে সরকারি কর্মচারীদের সতর্ক করে দেয় যে, কোনো সরকারি কর্মচারী যদি সেপ্টেম্বরের ২ তারিখে কাজ বন্ধ রাখে তাহলে তার বেতন-পাওনাদি কেটে নেওয়া হবে। এই ভয়ভীতি প্রদর্শন সত্ত্বেও অযুত-নিযুত বাঙালি কর্মচারী ধর্মঘটে যোগ দেয়; রাজ্যের অধিকাংশ স্থানে গণপরিবহন বন্ধ থাকে এবং সরকারি অফিসের উপস্থিতি থাকে ন্যূনতম। কলকাতায় পুলিশ ধর্মঘটীদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। দেশের দক্ষিণাংশে, সম্পূর্ণ শিল্পাঞ্চল, ব্যাংক, সরকারি অফিস ও কেরালার বাণিজ্যিক অঞ্চল, সেই সাথে কোচিন বন্দর, টেকনো পার্ক ও ইনফো পার্কের আইটি সংস্থাগুলো বন্ধ ছিল। অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের পরীক্ষা স্থগিত করে। তামিলনাড়ুতে সরকার তাদের তাঁবেদার শ্রমিক ইউনিয়নের লোকজন দ্বারা এই ধর্মঘটকে ভাঙতে চেষ্টা করে। তা সত্ত্বেও গণপরিবহনের অবস্থা কোনোভাবেই স্বাভাবিক করা যায়নি।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রতি পর্বতপ্রমাণ ক্ষোভ আর সেই সাথে নিজেদের কাজ ও জীবনমান রক্ষার জন্য কর্মজীবী মানুষ ও গ্রামীণ শ্রমিকদের যে সংকল্প, তারই বহিঃপ্রকাশ হলো এই ধর্মঘটে ব্যাপক অংশগ্রহণ। তবে এও সত্য যে ট্রেড ইউনিয়নগুলোর ধর্মঘট নিয়ে এমন কোনো সিদ্ধান্ত ছিল না, যা মোদি সরকার এবং এর শ্রমিকশ্রেণি-বিরোধী নীতিগুলোর বিপক্ষে রাজনৈতিক সংগ্রাম তৈরি করবে। ❑

দক্ষিণ আফ্রিকার বেসরকারি ভাষা ম্যান্ডারিন

গত ১৬ আগস্ট দক্ষিণ আফ্রিকার শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষার্থীদের ম্যান্ডারিন ভাষা অধ্যয়নের ব্যবস্থা সম্পর্কে ঘোষণা দেন। শিক্ষামন্ত্রী এঙ্গি মোতসেঘা বলেন যে এই ব্যবস্থা ঐচ্ছিক। উল্লেখ্য, চীন দক্ষিণ আফ্রিকার বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার এবং দুই লাখ চীনা জনগোষ্ঠী বর্তমানে ওখানে বসবাসরত।

চীনের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে একযোগে আগামী মার্চ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার শিক্ষা মন্ত্রণালয় কাজ শুরু করবে। শুরু থেকেই দক্ষিণ আফ্রিকার শিক্ষক সংঘ 'সাডতু' এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে আসছে। তারা এই ভাষা শিক্ষা কার্যক্রমকে চীনের নব্য উপনিবেশবাদ হিসেবে দেখছে। এ ব্যাপারে সংগঠনটির মহাপরিচালক স্মরণ করিয়ে দেন যে ঔপনিবেশিক শাসনামলে নিজেদের কিছু মানুষ যেমন নিজেদেরকে পণ্য হিসেবে বিক্রি করেছিল, এখনো সেটা হচ্ছে। 'সাডতু'র প্রতিবাদ সত্ত্বেও ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে স্কুলগুলোতে ম্যান্ডারিন ভাষা শিক্ষা চালু হবে।

-ফাতেমা-তুজ-জাহরা ❑

ব্রাজিলে হত্যাকাণ্ড : সন্দেহে পুলিশ

সাধারণ মানুষকে হত্যা করার পেছনে পুলিশের জড়িত থাকা ব্রাজিলের একটি দীর্ঘ সময়ের সমস্যা। এর মধ্যে ১৯৯৩ সালে ব্রাজিলের ভিগারো গেরালে এবং ২০০৬ সালে সাও পাওলোতে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড খুবই মর্মান্তিক ছিল। আবার নতুনভাবে আলোচনায় এসেছে সাও পাওলোর পানশালায় সম্প্রতি ঘটে যাওয়া হত্যাকাণ্ড। এই ঘটনায় ১৯ জন গুলিবদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছে এবং আহত হয়েছে অন্তত সাতজন। গত ১৩ আগস্টেও ওসাস্কো ও এর পার্শ্ববর্তী বারুইরির ১১টি স্থানে বন্দুকধারীরা আক্রমণ চালায়। দুই ঘণ্টার মধ্যে ১৮ জনকে তারা খুন করে। ওসাস্কোর মেয়র জর্জ

লাপাস বলেন, হত্যাকাণ্ডের ধরন দেখে মনে হয়েছে, একজন পুলিশ কর্মকর্তাকে হত্যার পাল্টা জবাব দিতে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। ৫০ জন পুলিশ কর্মকর্তা নিয়ে একটি অনুসন্ধান বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই ঘটনার সাথে সে সময় কর্মবিরতিতে থাকা পুলিশ কর্মকর্তারা জড়িত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

এ রকম হত্যাকাণ্ড ব্রাজিলে ধারাবাহিকভাবে চলছে। ২০১৫-র প্রথম সাত মাসে সামরিক পুলিশ কর্মকর্তারা ৪৯৪ জন সাধারণ মানুষকে হত্যা করে। আর ২০০৯-১৩ এর মধ্যে ব্রাজিলীয় পুলিশ ১১ হাজার ১৯৭ জনকে হত্যা করে। ব্রাজিল ফোরাম অন পাবলিক ফোরামের মতে, হত্যাজনিত অপরাধের হার বিশ্বে ব্রাজিলে সবচেয়ে বেশি। এই ঘটনা খুব স্পষ্টভাবে আধুনিক ব্রাজিলের দুটি চিত্র তুলে ধরে- ব্রাজিলের রাজনৈতিক ও বিচার বিভাগের দুর্বলতা আর নীতি প্রণয়নে ও পুলিশ নিয়োগে অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতি। -***অদিতি চক্রবর্তী***

হাভানায় মার্কিন দূতাবাস পুনরায় চালু

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কিউবার একে অপরের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ হিসেবে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি আনুষ্ঠানিকভাবে গত ১৪ আগস্ট হাভানায় মার্কিন দূতাবাস চালু করেন। এ অনুষ্ঠানে জন কেরির উপস্থিতিতে সাবেক তিন মার্কিন মেরিন সেনা, ১৯৬১ সালে যাঁরা এই দূতাবাসে মার্কিন পতাকা নামিয়েছিলেন শেষবার, তাঁরাই আবার সেই পতাকা উত্তোলন করেন। জন কেরি গত ৭০ বছরে কমিউনিস্ট কিউবার মাটিতে পা রাখা প্রথম মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এর আগে ঐতিহাসিক সম্পর্ক উন্নয়ন প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে গত মাসে যুক্তরাষ্ট্রে দূতাবাস চালু করে কিউবা।

জন কেরির মতে, '*আমি মনে করি, ৫৪ বছর ধরে যে প্রক্রিয়া চলছিল, সেখানে কোনো গতি ছিল না: পক্ষান্তরে আমরা যে প্রক্রিয়া শুরু করেছি, তা গতির মুখ দেখবে। অনেক মানুষ ভ্রমণ করবে। আরো বেশি বিনিময় সম্ভব হবে। পারিবারিক আত্মীকরণ আরো দৃঢ় হবে। এবং আশানুরূপভাবে কিউবা সরকার নিজ থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, যা অনেক পরিবর্তন সূচিত করবে। আমাদের আস্থা অবশ্যই গণতন্ত্রের ওপর, যেখানে কিউবার জনগণের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের। এবং যার জন্য আমাদের অবস্থান।*'

এদিকে কিউবার বিপ্লবী নেতা ও সাবেক প্রেসিডেন্ট ফিদেল কাস্ত্রো জাতির উদ্দেশে খোলা চিঠি লিখেছেন। এতে দীর্ঘদিনের বৈরী প্রতিপক্ষ যুক্তরাষ্ট্রকে উদ্দেশ করে তিরস্কার ও সমালোচনা রয়েছে। তবে কৌতূহলের বিষয় হচ্ছে, এতে ঐতিহাসিক সম্পর্ক উন্নয়ন প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে কিউবায় মার্কিন দূতাবাস আবার চালু করার ব্যাপারে কোনো মন্তব্য ছিল না। কাস্ত্রো লিখেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কয়েক দশক দীর্ঘ নিষেধাজ্ঞার জন্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে কিউবার কাছে 'মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার' ঋণী থাকল। কিউবার সাবেক কূটনীতিক কার্লোস আলযুগেরো ত্রেতো বলেছেন, 'প্রশ্ন হলো, এই ধরনের পরিবর্তন কিসের প্রতিনিধিত্ব করছে', 'এই পরিবর্তন কি শুধুমাত্র বিভিন্ন উপায়ে কিউবার সরকার উৎখাতের চেষ্টা চালিয়ে যাবার একটি কৌশল?' আমি এটাকে বলব রবার্ট ফ্রাক কৌশল–'আপনার গানের সঙ্গে ধীরে ধীরে আমার প্রাণনাশ'। 'অন্যদিকে হয়তো যা আমরা দেখতে পাচ্ছি, তা একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল পরিবর্তন।'

তবে কিউবার সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার এই নীতির সমালোচনা করে আসছেন ওবামা প্রশাসনের রক্ষণশীল বিরোধীরা। ২০১৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী মার্কো রুবিয়ো, জেব বুশসহ নেতৃস্থানীয় রিপাবলিকানরা কেরির এই সফরের বিষয়ে তির্যক মন্তব্য করেছেন। কিউবার ভিন্ন মতাবলম্বীদের অনুপস্থিতিতে দেশটিতে পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানের আয়োজন করায় তীব্র সমালোচনা করেছেন কিউবান-আমেরিকান সিনেটর রুবিয়ো।

-***সারাহ ভুইয়া*** ❑

অশান্ত ইকুয়েডর

লাতিন আমেরিকার দেশ ইকুয়েডর দীর্ঘদিন শান্ত থাকার পর নতুন করে অশান্তি দেখা দিয়েছে দেশটিতে। প্রেসিডেন্ট রাফায়েল কোরেয়া তাঁর আট বছরের শাসনকালের মধ্যে এই প্রথম বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন। গত কয়েক মাসে তিনি বেশ বড়মাপের বিক্ষোভের সম্মুখীন হয়েছেন। এর আগে ২০১০ সালে তাঁকে পুলিশি বিদ্রোহের মোকাবেলা করতে হয়েছিল। তবে সেবার তিনি সেনাবাহিনীর সমর্থন পেয়েছিলেন আর পরিস্থিতি ততটা গুরুতর পর্যায়ে পৌঁছেনি। কিন্তু এবারের ব্যাপারটি আলাদা। এবার ডানপন্থী, আদিবাসী, পরিবেশবাদী, ইউনিয়নিস্ট এবং রাজনৈতিক বিরোধীদের জোটের সম্মিলিত আন্দোলনের মুখে পড়েছেন।

গত মধ্য আগস্টে শুরু হওয়া বিক্ষোভে বেশ কয়েক দিন বৃহত্তম শহর গুয়াইয়াকিল, রাজধানী কিটোসহ সকল প্রাদেশিক রাজধানী এবং প্যান-আমেরিকান হাইওয়ে অচল হয়ে ছিল। ছোটখাটো সংঘর্ষ এবং গ্রেপ্তারের ঘটনাও ঘটেছে। বিক্ষোভকারীদের মৌলিক দাবি ছিল সম্প্রতি জাতীয় পরিষদে নতুন সাংবিধানিক সংশোধনীর ওপর ওঠা বিতর্ক নিয়ে। বিরোধীদের আশঙ্কা, এই সংশোধনীর ফলে প্রেসিডেন্ট কোরেয়া অনির্দিষ্টকালের জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন আর এর ফলে অদূর ভবিষ্যতে নতুন কেউ ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। এ ছাড়া আদিবাসীদের অভিযোগ, আদিবাসীদের প্রথাগত জমি থেকে খনিজ ও পেট্রোলিয়াম আহরণের ব্যাপারে কোরেয়া তাদের সাথে আলোচনা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। অন্যদিকে ইউনিয়নকর্মীরা বিরক্ত নতুন লেবার কোড নিয়ে। আর ব্যবসায়ীদের ক্ষোভ আমদানি শুল্ক এবং অন্যান্য খাতে করবৃদ্ধি এবং ব্যয় সংকোচন নীতি নিয়ে।

গত জুনে সহিংস বিক্ষোভের পর সরকারি উদ্যোগে শুরু করা সমতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের ওপর সংলাপে অংশগ্রহণেও অস্বীকৃতি জানিয়েছে আন্দোলনকারীরা। তবে জনমত জরিপে দেখা গেছে, প্রায় ৪০% জনগণ জাতীয় সংলাপ কর্মসূচিকে সমর্থন করছে। এদিকে রাফায়েল কোরেয়া সবকিছুর জন্য যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা গণমাধ্যমকে দায়ী করছেন। সম্প্রতি ইকুয়েডরে নিষিদ্ধ হয়েছে মার্কিন সমর্থিত বেসরকারি মিডিয়া পর্যবেক্ষণ সংস্থা 'ফান্ডামিডিয়াস'। সংস্থাটির বিরুদ্ধে অভিযোগ, এটি ইকুয়েডরের আইন লঙ্ঘন করে বিরোধীদের বিক্ষোভে ব্লগ এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে ইন্ধন জুগিয়ে দেশটির অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে নাক গলিয়েছে। উইকিলিকস প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জকে লন্ডনের ইকুয়েডর দূতাবাসে আশ্রয় দেওয়ার পর থেকে স্বভাবতই পশ্চিমের সাথে ইকুয়েডরের সম্পর্ক খারাপ। তিনি বিরোধী আদিবাসী গ্রুপ কোনায়েকে মার্কিন মদদপুষ্ট হয়ে দেশে অস্থিরতা সৃষ্টির দায়ে অভিযুক্ত করেছেন। এদিকে তাঁর সমর্থনে কিটোর স্বাধীনতা প্লাজা,

সান ফ্রান্সিসকো প্লাজা এবং প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের সামনে সমাবেশ করেছে সমর্থকরা। সমর্থকদের উদ্দেশে দেওয়া বক্তৃতায় তিনি বিরোধী নেতা কার্লোস পেরেজ এবং ডানপন্থী রাজনীতিক আলভারো নবোয়ার বিরুদ্ধে দেশকে অস্থিতিশীল করার জন্য অভিযোগের তীর ছুড়েছেন। উল্লেখ্য, আলভারো নবোয়া গত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ৫%-এরও কম ভোট পাওয়ায় তাঁর দল নিবন্ধন হারায়, যেখানে কোরেয়া গত দুই নির্বাচনে যথাক্রমে ৫৫% ও ৫৭% ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এদিকে কোরেয়ার সরকার আদিবাসী এলাকায় তিনটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করেছে, যা প্রায় ৫৫ হাজার মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা দিতে পারবে। কোরেয়ার শাসনামলে প্রায় এক মিলিয়ন মানুষ দারিদ্র্যের আওতামুক্ত হয়েছে। আবার জাতীয় সংলাপ কর্মসূচিতে প্রায় এক হাজার ৭০০ সামাজিক সংগঠন অংশগ্রহণের জন্য সাড়া দিয়েছে। দুটি আদিবাসী ও শ্রমিক সংগঠন 'সিইউটি' এবং 'ফেনোসিন' নাগরিকদের সংলাপে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে এবং প্রায় ২৮ হাজার নাগরিক এরই মধ্যে অংশগ্রহণ করেছেও। তাই এবার কোরেয়ার ভিত বেশ শক্তিশালী বলেই মনে হচ্ছে ।

-মো. মেহেদী মুসা জেবীন ❑

ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি

পারমাণবিক কর্মসূচি বন্ধে গত জুলাইয়ে ইরানের সাথে ছয় বিশ্বশক্তির (চীন, ফ্রান্স, রাশিয়া, ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানি) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৭৯ সালের পর ইরানের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হওয়ার প্রেক্ষিতে তেহরান জ্বালানি চাহিদা মেটাতে শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক জ্বালানি অর্জনের চেষ্টা করে আসছিল। এনপিটি (পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তি) স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবেও ইরান মনে করত, তার ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের অধিকার রয়েছে। কিন্তু ২০০২ সালে ইরানের নির্বাসিত রাজনৈতিক দল ইরান গোপনে পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনের চেষ্টা করছে, এই অভিযোগ আনলে দেশটির ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সন্দেহ ঘনীভূত হয়। ইরানের এই চেষ্টা ইরাক-ইরান যুদ্ধের অভিজ্ঞতা দ্বারা তাড়িত হয়েছিল। তা ছাড়া 'ইসলামী বিপ্লবের' পর ইরান নিজেকে শক্তিশালী দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চাইছিল। দেশটি ২০০৫ সালের পর থেকে অর্থনৈতিক অবরোধের শিকার। তবে ২০১৩ সালের নির্বাচনে হাসান রোহানির আগমনের পর প্রায় দীর্ঘ আঠারো মাস দর-কষাকষির পর প্রধান শক্তিশালী ছয়টি দেশের সাথে চুক্তিটি হয়েছে। ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খোমিনি চুক্তিটিকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সংস্কারবাদী এবং সন্ধিবিমুখদের মধ্যকার ভারসাম্য নিয়ে সচেতন। এই চুক্তির সফল বাস্তবায়ন হলে ২০১৬ সালের নির্বাচনে সংস্কারবাদীরা এক ধাপ এগিয়ে থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তা ছাড়া এর ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া 'মহাশয়তান' উপাধি থেকে মুক্তি পাবে। ইরানের পারমাণবিক সমঝোতায় রাজি হওয়ার পেছনে কাজ করেছে অর্থনৈতিক স্বার্থ। অন্যদিকে বিশ্লেষকদের মতে, যুক্তরাষ্ট্রের সমঝোতায় রাজি হওয়ার পেছনে বলা হচ্ছে 'আইএস জঙ্গিদের দমন করার স্বার্থ', এখানেও বস্তুত অর্থনৈতিক স্বার্থ আছে। যদিও যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র ইসরায়েল একে ঐতিহাসিক ভুল হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট নেতানিয়াহু মনে করেন, এই সমঝোতার ফলে ইরান শক্তিশালী হবে এবং মধ্যপ্রাচ্যে তার প্রভাব কমে যাবে। এদিকে ইরান পারমাণবিক সমঝোতাকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্রেটিক ও রিপাবলিকান দলের মধ্যে বিভাজন চলছে। রিপাবলিকানরা এর বিপক্ষে। ২০১৬ সালের নির্বাচনের রিপাবলিকান প্রতিদ্বন্দ্বী ডোনাল্ড ট্রাম্প এই চুক্তিকে ইসরায়েলের ভবিষ্যৎ হুমকি হিসেবে প্রচার করছে। ইরান এরই মধ্যে ১৭ আগস্ট আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি কমিশনের কাছে পারমাণবিক কর্মসূচি সংক্রান্ত সকল তথ্য জমা দিয়েছে। *-মুক্তা আক্তার* ❑

মালয়েশিয়ায় সরকারবিরোধী আন্দোলন

গত ২৯-৩০ আগস্ট 'বারসিহ' নামের নির্বাচনী সংস্কার সংস্থা দ্বারা কুয়ালালামপুরে আয়োজিত টানা ৩৪ ঘণ্টার আন্দোলনে হলুদ টি-শার্ট পরিহিত হাজার হাজার বিক্ষোভকারী দুর্নীতির কেলেঙ্কারির অভিযোগের প্রেক্ষিতে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী নাজিব রাজ্জাকের পদত্যাগের দাবি করে। দুই দিনের বিক্ষোভ মিছিলকে অবৈধ ঘোষণা করাসহ পুলিশ সংগঠকদের ওয়েবসাইট বন্ধ এবং তাদের অফিসিয়াল উজ্জ্বল হলুদ টি-শার্ট ও লোগো নিষিদ্ধ করে। মালয়েশিয়ার সাবেক নেতা মাহাথির মোহাম্মদ, দেশের প্রধানমন্ত্রী নাজিব রাজ্জাককে 'উৎখাত করতে' কুয়ালালামপুরের রাস্তায় বিক্ষোভকারীদের প্রতি আহ্বান জানান এবং এই আন্দোলনকে 'জনগণের দাবি' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

এই আন্দোলন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অর্থ কেলেঙ্কারির অভিযোগকে আরো উসকে দিয়েছে। এমনকি নাজিব রাজ্জাক তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ৭০ কোটি ডলার সঞ্চিত থাকার অভিযোগের কারণে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল দ্বারা কুয়ালালামপুরে আয়োজিতব্য একটি আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী সম্মেলনে নির্ধারিত বক্তৃতা বাতিল করেন। মালয়েশীয় দুর্নীতি দমন কমিশন (এমএসিসি) নিশ্চিত করেছে যে ডিপোজিটকৃত অর্থ কোনো রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ ব্যাংক থেকে আসেনি। এই বিশাল অঙ্কের তহবিল একজন দাতার অবদান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যদিও দাতার পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি।

মাহাথির মোহাম্মদ, নাজিব রাজ্জাকের একসময়কার পরামর্শদাতা, তাঁর ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে এই পরিমাণ অর্থের লেনদেনকে প্রশ্নবিদ্ধ আচরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে বিরোধী দলের নেতারা মালেয়শীয় দুর্নীতি দমন কমিশনকে প্রধানমন্ত্রীর ওপর এই পরিমাণ অর্থ গ্রহণের যুক্তিযুক্ত কারণ প্রদর্শনের জন্য চাপ প্রয়োগের অনুরোধ করেছে এবং এই পরিমাণ অর্থের উপস্থিতি আসন্ন নির্বাচনের ব্যয় বলে ধারণা করা হচ্ছে।

কিন্তু নাজিব রাজ্জাক আপাতদৃষ্টিতে সুস্পষ্টভাবে বিক্ষোভকারীদের ওপর দমন-পীড়নের চাইতে কূটনৈতিক কৌশল প্রয়োগের প্রবণতা দেখাচ্ছে। ৪ সেপ্টেম্বর এক বক্তৃতায় তিনি বলেন, সরকার হিসেবে তাদের ভাগ্য নির্ধারণ একমাত্র আসন্ন নির্বাচন এবং সংবিধান ও আইন লঙ্ঘন করে কিছুই সম্ভবপর নয়। অব্যাহত রাজনৈতিক অস্থিরতা মালয়েশিয়ার অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলছে। রিংগিতের মান জানুয়ারি থেকে প্রায় ১৭ শতাংশ কমে গেছে এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীরা তাদের স্টক বিক্রি করে দিচ্ছে। প্রতিবাদকারীরা মূলত মালয়েশিয়ার চীনা সংখ্যালঘু হওয়ায় এবং জাতিগত সংখ্যাগরিষ্ঠ মালয়রা ক্ষমতাসীন ইউনাইটেড মালয় ন্যাশনাল অর্গানাইজেশনের সমর্থক হওয়ায় নাজিব রাজ্জাক এখনো ক্ষমতায় আসীন। *-কারুবা রহমান* ❑